

বিষয়বস্তুঃ হজ্জ

যুল ক'দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১২ যুল ক'দাহ ১৪৪৪ হিজরী, ২রা জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৭

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَاللَّهُ عَلَى
النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا * صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল কা'দাহ মাসের ১২ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা 'হজ্জ' সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। হজ্জ ইসলামের ৫ টি স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সহীহ মুসলিমের ১৯ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) আল্লাহর একত্বতা ঘোষণা করা। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত দেওয়া।

(৪) রমাযানের রোযা রাখা। (৫) হজ্জ করা।”

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বড় ইহসান। এই ইহসানের শুকরিয়া হিসাবে ইসলামের অবশিষ্ট ৪ টি বিষয়ের প্রতি আমল করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা আমাদের একান্ত জরুরী।

নামায ও রোযা, প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক নারী ও পুরুষ সকলের উপর ফরয। তাই সে ধনী হোক বা গরীব। তবে যাকাত ও হজ্জ কেবল মালদারের উপর ফরয।

হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

“আর আল্লাহর জন্য মানুষদের উপর বাইতুল্লাহ হজ্জ করা ফরয। যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য রাখে।”

হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ, ‘ইচ্ছা করা’। শরীয়তের পরিভাষায় কা’বা ঘর তাওয়াফ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান করা ইত্যাদি কাজ কর্মকে হজ্জ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে, যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য রাখে তাদের উপর হজ্জ ফরয।

সামর্থ্য বলতে, যে ব্যক্তি সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমান অর্থের মালিক হবে, যা দ্বারা কা’বা ঘর পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম। আর ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। তা ছাড়া শারীরিক সুস্থতাও জরুরী। মহিলাদের মাহরাম

ব্যক্তি ছাড়া সফর করা জাইয নেই। তাই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ হজ্জে থাকবে।

হজ্জের ফযীলতঃ সহীহ মুসলিমের ১৯২ নম্বরের একটি দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আ'স (রযি) কে বলেছিলেনঃ

وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

“হজ্জের দ্বারা পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়।”

সুনানে তিরমিযীর ৮১০ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“তোমরা পর পর হজ্জ ও উমরাহ কর। কেননা হজ্জ ও উমরাহ দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন হাপরের আগুনে লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।”

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হজ্জ করলে দুনিয়া ও আখেরত উভয় জগতে লাভবান হওয়া যায়। আখেরতের লাভ বলতে, গোনাহ মাফ হওয়া ও জান্নাতের অধিকারী হওয়া। আর দুনিয়ার লাভ হল, হজ্জের বরকতে আল্লাহ তায়ালা হাজী ব্যক্তির অভাব দূর করেন। তার মালে বরকত দেন।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জ করে থাকেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ কথা বলতে পারেন নি যে, হজ্জ করার কারণে সে গরীব হয়ে গেছে। বরং এ কথা বলতে শোনা যায় যে, হজ্জের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তার মাল-দৈলতে বরকত দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোন রকম অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে তবে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।” এটা সুনানে তিরমিযীর ৮১১ নম্বর হাদীস।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার পরিণামঃ

সুধীবৃন্দ ! আমরা হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে ৩ টি হাদীস শুনলাম। এবার আমরা জেনে নিই হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করা কত বড় মহাপাপ।

সুনানে তিরমিযীর ৮১২ নম্বর হাদীসে হযরত আলী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর মত পাথেয় ও বাহনের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে, তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মারুক বা নাসারা (খৃষ্টান) হয়ে। তাতে আল্লাহর কোন পরওয়া নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“আর আল্লাহর জন্য মানুষদের উপর বাইতুল্লাহ হজ্জ করা ফরয। যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য রাখে।”

সহীহ ইবনে হিব্বানের ৪৭৬৪ নম্বর হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আমি যে বান্দাকে সুস্থ শরীর দান করেছি ও স্বচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করেছি, এভাবে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ সে (হজ্জ করার জন্য) আমার কাছে আসল না, নিশ্চয় সে বঞ্চিত।”

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, হজ্জ করতে সক্ষম হলে তা আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। কোন কোন লোক এমন আছে, যারা বিভিন্ন বাহানা করে হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করে। কেউ বলে আমার ঘর করতে বাকি আছে, কেউ বলে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে হজ্জ করব ইত্যাদি। এসব অযুহাত দেখিয়ে হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভাই সকল ! সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আমরা জানতে পেরেছি যে, হজ্জ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে আদায় করা হয়। তাই কা'বা ঘর ও হজ্জের সূচনা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে রাখি। কা'বা ঘর হল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথম ঘর যা আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের জন্য, হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর আদেশে নির্মাণ করেছিলেন। সূরা আল ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
 “নিশ্চয় সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য

হেদয়েত ও বরকতময়।”

আদম (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণ কা'বা ঘর তাওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবনে এ ঘরটি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীন ভিতের উপর এ ঘরটি পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণ কাজ শেষ হলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে হজ্জের ঘোষণা দিতে আদেশ করেছিলেন। সূরা হজ্জের ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে আসবে, পায়ে হেঁটে এবং সবরকম সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করে।” যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ করা হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরয করে বলেছিলেনঃ এটা জনমানবহীন খালি জায়গা। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই। যেখানে লোকজন বসবাস করে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। গোটা বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম তখন মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি মক্কার কুবায়াস পাহাড়ে আরোহণ করে কানে আঙ্গুল দিয়ে ডানে, বামে, পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে ঘোষণা করে বলেছিলেনঃ হে লোক সকল ! তোমাদের পালন কর্তা নিজের ঘর নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই ঘরের হজ্জ ফরয করেছেন। এ হজ্জের প্রতিদানে তিনি তোমাদেরকে

জান্নাতে দেবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। সুতরাং তোমরা সকলেই তোমাদের পালনকর্তার আদেশ পালন কর। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর এই আওয়াজ বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছেছেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া হয়। যাদের ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তারা সকলেই এই আওয়াজের জওয়াবে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** বলেছে। যে যতবার ‘লাব্বাইক’ বলেছে, তার ততবার হজ্জ করার সৌভাগ্য হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জ ‘লাব্বাইক’ বলার আসল ভিত্তি। সূরা হজ্জের ২৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবীতে এসব কথা লেখা আছে।

শ্রোতামন্ডলী! নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত বাইতুল্লাহর হজ্জ অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পর প্রত্যেক নবী এবং তাদের উম্মতও হজ্জের এ আদেশ পালন করেছেন।

হজ্জের সব আমল প্রেম ও ভালবাসা জনিত। যেমন একজন প্রেমিক তার প্রিয়পাত্রকে পাওয়ার জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অনুরূপ ভাবে, হজ্জকারীরা প্রেমময় আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে তাঁর ঘরের কাছে হাযির হন এবং বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসার পরিচয় দেন।

হজ্জের সর্বপ্রথম আমল হল ‘ইহ্রাম’ বাধা। ‘ইহ্রাম’ শব্দের অর্থ

হারাম করা। হজ্জের নিয়্যত করে যখন ইহ্রাম বেঁধে লাঝাইক আল্লাহুমা লাঝাইক বলা হয়, তখন হজ্জকারীর উপর অনেক জিনিস হারাম হয়ে যায়। যেমন সেলাই করা কাপড় পরা, খোশবু বা সুগন্ধ ব্যবহার করা ইত্যাদি। যেন একজন আল্লাহর প্রেমে আশেক বান্দা দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ছেড়ে দিয়ে দু'খানা সাদা কাপড় পরে লাঝাইক বলে মাহবুবের দরবারে হাযির হচ্ছে। কা'বা ঘরের কাছে পৌঁছে 'বাইতুল্লা'র তাওয়াফ করা এমন, যেমন কোন আশেক তার প্রেমিককে পাওয়ার জন্যে তার ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইতুল্লা'র তাওয়াফ আল্লাহ তায়ালা'র এত পছন্দ যে, আল্লাহ তায়ালা তাওয়াফ কারীর প্রতিটি কদমের পরিবর্তে একটি গোনাহ মাফ করেন এবং সম্মানের একটি স্তর বৃদ্ধি করেদেন।

তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে চক্কর লাগাতে হয়। উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়তে হয়। বাচ্চা, যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে দৌড়তে হয়। আর এ দৌড়নোর কারণ হল, হযরত হাজিরা (আঃ) এখানে দৌড়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা'র সেই দৌড়নো এত পছন্দ হয়েছে যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ হজ্জ করতে আসবে সকলের জন্য এই দৌড়নোর নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

হাজিরা (আঃ) এর দৌড়নো আল্লাহ তায়ালা'র পছন্দ হওয়ার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে শিশু ইসমাঈল (আঃ) সহ আল্লাহর আদেশে জনমানব শূন্য ফাঁকা ময়দানে রেখে এসেছিলেন। খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে গেলে হযরত হাজিরা আলাইহা সালামের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। যার কারণে শিশু ইসমাঈল (আঃ) মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে যান। তাই তিনি বার বার উভয় পাহাড়ে চড়ে পানি

ও সাহায্য কারীর সন্ধান করছিলেন। এমন কঠিন মুহূর্তে তিনি সবরের পরিচয় দিয়েছেন। মুখ দ্বারা কোন খারাপ কথা ব্যক্ত করেন নি। নবী ইবরাহীম (আঃ) কিংবা আল্লাহর ব্যাপারে কোন অভিযোগ করেন নি। হাজিরা আলাইহাস সালামের আল্লাহর হুকুমকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া এবং কোন অভিযোগ না করে কেবল সাহায্য লাভের আশায় উভয় পাহাড়ে বার বার চড়েছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে এটা খুবই পছন্দের কারণ হয়েছিল। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে চক্কর লাগানোর আদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হযরত হাজিরা আলাইহাস সালামের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তার হুকুম-আহকাম মেনে চলার ব্যাপারে সবর ও ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরাফার ময়দানে অবস্থান করার ফযীলতঃ

যুল হিজ্জাহ মাসের ৯য় তারিখে হাজিরা আরাফার ময়দানে হাযির হন এবং সেখানে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন লোকেরা আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে অবতরন করেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলেন আমার বান্দাদের দেখ, তারা এলোমেলো চুল অবস্থায় আমার দরবারে হাযির হয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। সহীহ ইবনে হিব্বানের ১৮৮৭ নম্বর হাদীসে এ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বার বার হজ্জ করার তাওফীক দান করুন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

প্রচারেঃ মুফতী নাজীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিয়াহুস্সাহ
হাফিয় আবু যার সাল্লামাহু ও মাস্তার আশিক হৈকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ